৫৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB..5.. 1999 .. ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২......

কলকাতা বইমেলা : 'উরু-কাতু-মদনা' কারণে কূটনৈতিক ঝড়

সুমন চট্টোপাধ্যায়

বইমেলা শুরু হওয়ার অব্যবহিত আগে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের এক আত্মম্ভরী কর্মকর্তা মেলা নিয়ে কলকাতার একটি দৈনিকে গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ নিবন্ধে অসত্য তথ্য তো ছিলই। তার চেয়েও বড়ো কথা বইমেলার সমালোচকদের তিনি তাচ্ছিল্যভরে 'উরু-কাতু-মদনা' নাম দিয়ে প্রায় তুলোধনা করেছিলেন।

বইমেলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামান্য কয়েক ঘণ্টার উপস্থিতিতে এবার যে কাণ্ডটা হলো তা প্রত্যক্ষ করার পরে নির্দ্বিধায় বোধহয় একটি সিদ্ধান্তেই পৌছান যায়। তা হলো, 'উরু-কাতু-মদনা'দের হাতেই এখন রয়েছে বইমেলা পরিচালনার দায়িত্ব। এই তিনের মধ্যে লেখক-কর্মকর্তা নিজে অবশ্য কোনজন তা বলা মুশকিল। হতে পারে তিনিই থ্রি-ইন-ওয়ান।

প্রথমেই বলা ভালো, অনেক আশা নিয়ে কলকাতা বইমেলায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার পরে এক সময় বাংলাদেশ সরকার প্রায় ঠিক করেই ফেলেছিল যে তারা কলকাতা বইমেলায় আর অংশগ্রহণ করবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সেই সিদ্ধান্ত বদল করার ব্যাপারে তখন সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। মন্ত্রিসভার সতীর্থদের তিনিই বুঝিয়েছিলেন যে বাংলাদেশকে থিম কানন্ট্রি করাটা বিরল সম্মানের ঘটনা। অতএব এই আমন্ত্রণ রক্ষা করাটা তাদের কর্তব্য। একইভাবে ঢাকায় হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অনুরোধ ও শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শকে মর্যাদা জানাতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেও মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে সম্মত হয়েছিলেন। বস্তুত সত্যি কথা বলতে কি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তার প্রথম সরকারি পশ্চিমবঙ্গ সফরে কলকাতা বইমেলাই ছিল শেখ হাসিনার কাছে অন্যতম আকর্ষণ।

যদি বলি বিনিময়ে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের 'উরু-কাতু-মদনা'রা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পদে পদে অসম্মান করেছেন, হয়তো আদৌ অত্যুক্তি হবে না। প্রথমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথাই ধরা যাক। ইউ বি আই-এর ওপেন-এয়ার অডিটোরিয়ামে যে মঞ্চে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মধ্যমণি করে বসানো হয়েছিল কলকাতার যে কোনো বড়ো ক্লাবের জলসায় তার চেয়ে ভালো মঞ্চ বাঁধা হয়। মঞ্চের মাথার উপরে মলিন সাদা রঙের একখণ্ড যে কাপড়টি আলতো করে ঝুলছিল চড়কের মেলার দরিদ্র দোকানিও তারচেয়ে ভালো কাপড় সংগ্রহ করে থাকেন। মঞ্চের পিছনে কলকাতা বইমেলার একটি পুরোনো (তাও আবার ইংরেজিতে লেখা) ফেস্টুন ছাড়া আর কিছুই শোভা পাচ্ছিল না, ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তো দূরস্থান। সম্মানীয় অতিথিবৃন্দের চেয়ারের সামনে জায়গা ছিল না এক ইঞ্চিও। ফলে তাদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহার দিতে হলো পিছন থেকে। শেখ হাসিনাকে পুষ্পস্তবক দেওয়া হলো কার্যত পাশে বসা জ্যোতিবাবুর ঘাড়ের ওপর দিয়ে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন সিত্যই 'উরু-কাতু-মদনা'দের কোনো 'ফাংসান' দেখতে এসেছি।

তারপরে ঘণ্টা দেড়েকের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে 'উরু-কাতু-মদনা'-রা যাকে বলে হেঁট করে ছাড়লেন কলকাতার মাথা। প্রথমে বইমেলার এক প্রথমসারির কর্মকর্তা এবং তারপরে সঞ্চালক মহাশয় শেখ হাসিনার পরিচয় দিলেন 'বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী' হিসেবে (যার হ্যাপা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে গিয়েও পোহাতে হচ্ছে। কেননা হাসিনা ও ভারত বিরোধী জামাত-ই-ইসলামীর মতো বাংলাদেশের কট্টর মৌলবাদীরা এটাকেই ইস্যু করে বসেছেন)। সম্ভবত এটাও যথেষ্ট নয় মনে করে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মহাশয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নামের আগে এমন একটি সম্বোধনসূচক শব্দ জুড়ে দিলেন যা হাসিনা নিজে জীবনে কখনো শোনেননি। 'বেগম'। বাংলাদেশে হাসিনার প্রতিদ্বন্দ্বী খালেদা জিয়াকে

সকলে 'বেগম' বলে ডাকেন বটে কিন্তু মুজিব কন্যাকে ডাকেন না। বরং ঘনিষ্ঠজনেরা তাকে ডাকেন 'আপা' নামে। সে যাই হোক, প্রথা ভাঙার পরেই শুরু হলো 'প্রোটোকল' ভাঙার খেলা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শেষ হওয়ার পরে বক্তৃতা দিতে ডাকা হলো প্রথমে সে দেশের বিদেশমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ এবং তারপরে বইমেলার উদ্বোধক শামসুর রাহমানকে। এটি এমন একটি বিসদৃশ ঘটনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে গত আড়াই বছরে শেখ হাসিনা সম্ভবত কখনো যার সম্মুখীন হননি। প্রধানমন্ত্রীর পরে বর্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ পেয়ে বিদেশমন্ত্রী আজাদ সাহেবকে যে রকম বিড়ম্বিত দেখাচ্ছিল তাও আর কহতব্য নয়।

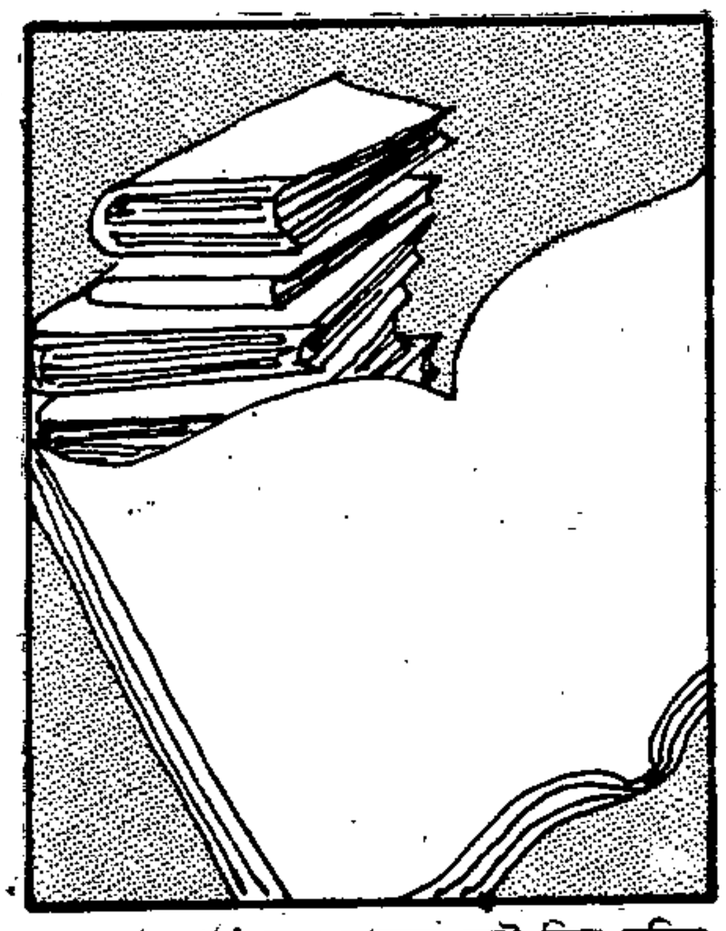

বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক মহল অভিযোগ করেছেন, তাদের দেশের মঞ্চে বসিয়ে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসে 'উরু-কাতু-মদনা'রা যে এভাবে প্রথা ভাঙবেন তা তাদের জানাই ছিল না। বলা হয়েছিল শেখ হাসিনার ভাষণে কেউ ভাষণ দেবেন না, কেবল শা ঘণ্টাধ্বনি (তাও আবার কাঠের বইমেলার উদ্বোধন করবেন। অত সহজবোধ্য কারণেই বাংলাদেশের স আহত ও ক্রুদ্ধ। এমনকি বইমে বাংলাদেশ থেকে যারা অতিথি হিসে তাদেরও চক্ষু চড়কগাছ।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি এ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশের অতি শুধু যে আহত ও অপমানি করেছেন তাই নয়, কে ব কলকাতা বইমেলার দায়িত্বে তাও তারা জানতে চেয়েছেন দিন ঢাকার সংবাদপত্রগুলো সঙ্গত কারণেই তুলো করা হয়েছে বইমেল সংগঠকদের।

অঘটনে পর্যবসিত হওয়ার কারণ হলো কোনো বিদেশী দেশের প্রধা অনুষ্ঠান করতে গেলে যেভাবে নি করা উচিত, বইমেলা কর্তৃপক্ষ ধারেননি। কোনো দেশের প্রধ উপস্থিত থাকলে প্রোটোকল কি হং জানার চেষ্টা হয়নি, হয়নি কোনো এমনকি এই ধরনের একটি অনুষ্ঠা যে বইমেলার নয় সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের সম্মানের প্রশ্ন জড়ি কর্তৃপক্ষ সেই জরুরি ও প্রাসঙ্গি কর্তব্যের মধ্যে আনেননি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে দ-দুবার 'মুখ্যমন্ত্রী' মঞ্চে কেউ দুঃখ প্রকাশ করার দেখাননি। বইমেলা কর্তৃপক্ষ দুপি

ইমেল

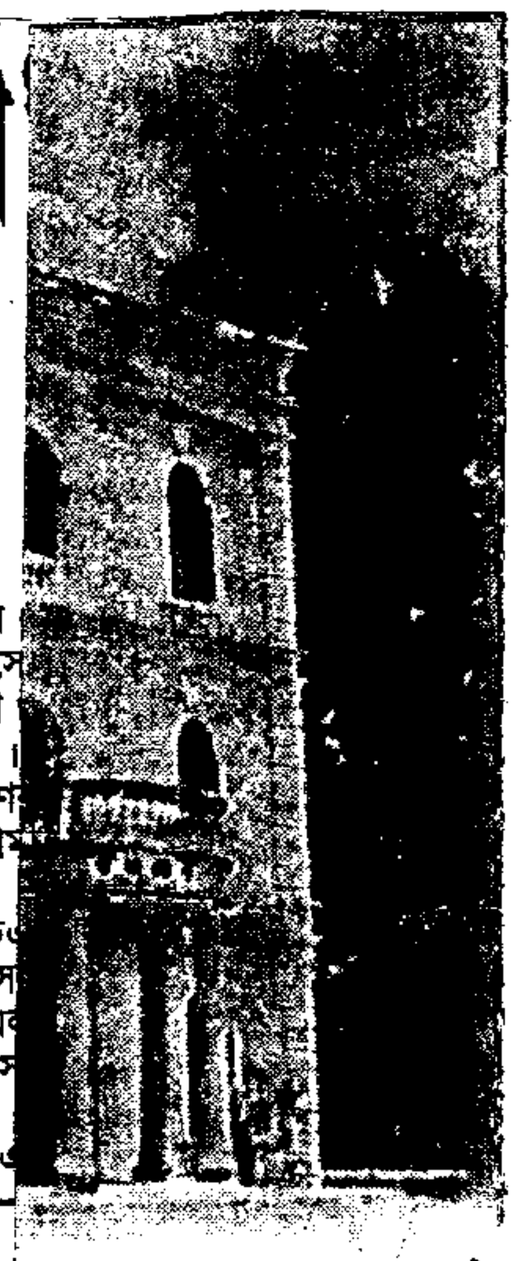

www.coronait.com/bai academy ঠিকানা। এছাড়াও বাই ৮ ফুট উচ্চতার একটি স্ক্রিন স্থাপন করা হবে একাডেমীর বটতলায়। প্রজেকশনের মাধ্যমে এই পরিচালনা করবে কম্পি ইনফরমেশন টেকনোলজি ফর জেনারেশন (সিআইটিএন)। নিয়মিত খবরাদি প্রচারের পা সিআইটিএন বইমেলার কা গতিশীল করার জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে।

একুশের অনুষ্ঠানমালা

প্রতিবছর বাংলা একাডেমী বইমেলাকে কেন্দ্র করে মা প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একুশে উদযাপন করে থাকে অনুষ্ঠানগুলো মেলায় আগত বাড়তি বিনোদনের পাশাপাশি